ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

বর্ষ : ১৭ সংখ্যা : ৬৮
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০২১

ইসলামী আইন ও বিচার

Journal of Islamic Law and Justice

مجلة القانون والقضاء الإسلامي

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

Google Scholar IOI JOURNALS MASTER LIST ROAD

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৭ সংখ্যা : ৬৮

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০২১

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

অঙ্গসজ্জা : আলমগীর হোসাইন

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান
সহযোগী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা পেমব্রুক, যুক্তরাষ্ট্র

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

ইসতিসহাবের আইনী মর্যাদা ও এর প্রায়োগ : একটি বিশ্লেষণ ৯
মুহাম্মদ রুহুল আমিন

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা ৩৩
মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষা : শরীআহ্ ও প্রচলিত আইনের আলোকে পর্যালোচনা ৫৩
মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

ইসলামী আইনে তা'যীর ৮১
গুলশান আকতার
মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

গৃহ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী দিকনির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা ১০৯
কাজী ফারজানা আফরিন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৬৮তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

আমাদের উপর মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস নির্ধারণ করেছেন। যার মাধ্যমে ইসলাম একটি গতিশীল, বিশ্বজনীন, নতুন নতুন ঘটনা প্রবাহে এগিয়ে চলা মানুষের জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্তকারী ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল ও অহীর ধারা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম যুগের বিবর্তনে আজও একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম। ইসলামী আইনের উৎস দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমত অহীর উৎস, অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ, যাকে নস হিসেবে নামকরণ করা হয়। দ্বিতীয়ত যেসব উৎস সরাসরি অহী নয় অর্থাৎ ইজতিহাদী উৎস। যেমন ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ, ইসতিসহাব ইত্যাদি। ইসলামী আইনের মূলনীতিশাস্ত্র অনুযায়ী এসব সম্পূরক উৎসসমূহ আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বরং এমন অনেক সমসাময়িক বিষয় রয়েছে এসব সম্পূরক উৎসের মাধ্যমে ছাড়া যার সমাধান করা দুষ্কর হয়ে যায়। ইসতিসহাব তেমনই একটি সম্পূরক উৎস ইসলামী ফিকহের সব মাযহাবেই যাকে আইন প্রণয়নের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। "ইসতিসহাবের আইনী মর্যাদা ও এর প্রায়োগ : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসতিসহাবের পরিচয়, প্রামাণিকতা, প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী আইন সব সমাজের উপযোগী হওয়ার অন্যতম প্রমাণ হলো, এ আইনে ছোট বড় আধুনিক সব বিষয়ের বিধান ও সমস্যার সমাধান বিদ্যমান রয়েছে। যেমন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো সমসাময়িক বিষয়ের বিধানও এ আইনে রয়েছে। বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে সমগ্র বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি ও মিথেন গ্যাস ছড়ানোর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক কৌশলগুলোর মধ্যে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (IWM) একটি কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য কৌশল হিসেবে বিবেচিত। "সমন্বিত বর্জ্য

ব্যবস্থাপনা কৌশল : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা" প্রবন্ধে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলোর সঙ্গে ইসলামের সংশ্লিষ্ট বিধান তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী আইন পরিপূর্ণ ও সমাজের সব শ্রেণির মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী হওয়ায় জীবনঘনিষ্ঠ যাবতীয় বিষয়ের সমাধান উপস্থাপন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায়ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যাতে জীবনের এ ক্রান্তিকালে প্রবীণদের অযাচিত অবহেলার শিকার হতে না হয়। অথচ আমাদের সমাজে প্রবীণগণ নানাভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। সঙ্গত কারণে একজন প্রবীণ তার ব্যস্তময় কর্মজীবনের অবসর অথবা শারীরিক দুর্বলতার কারণে যখন গৃহে অবস্থান করেন তখন সন্তান-সন্ততি ও স্বজনদের নিকট সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কারণ স্বাভাবিকভাবে এ বয়সে তাদের শারীরিক সক্ষমতা লোপ পায় এবং জীবনের এ সন্ধিক্ষণে তাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ-কর্মে অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অথচ বর্তমান সমাজে অনেক প্রবীণকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে জীবনাতিপাত করতে হচ্ছে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগের বিষয়। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে প্রবীণের অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারও প্রবীণের অধিকার সুরক্ষায় "জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩" অনুমোদনসহ বিষয়টি জাতীয় নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে। " প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষা : শরীআহ্ ও প্রচলিত আইনের আলোকে পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবীণদের অধিকার বিষয়ে ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামী আইনের গ্রহণযোগ্যতার আরেকটি কারণ হলো, বিধিবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতার আশ্রয় ও বাস্তবিক অবস্থার মূল্যায়ন। এজন্য কেউ এ কল্যাণকর বিধান অমান্য করলে তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। কতিপয় অপরাধের শাস্তি সুনির্দিষ্ট হলেও এমন কিছু অপরাধ আছে যেগুলোর শাস্তি ইসলামী আইনে নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ ধরনের অনির্ধারিত শাস্তিকে তাযীর বা সাধারণ শাস্তি বলা হয়। ইসলামী শাস্তি বিধানের মধ্যে তাযীর তথা সাধারণ শাস্তি একটি অন্যতম অপরাধ প্রতিরোধক বিধান। তাযীর পর্যায়ের শাস্তিসমূহের ক্ষেত্র বিশাল। এটি হদ্দ বা কিসাসের ন্যায় নির্দিষ্ট কোন শাস্তির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এক্ষেত্রে বিচারক আসামীকে স্থান, কাল, পাত্র ও প্রেক্ষাপট ভেদে কৃত অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন। তবে এ শাস্তির উদ্দেশ্য হতে হবে সামষ্টিক কল্যাণ, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা কায়েম করা এবং সর্বপ্রকার যুল্‌ম ও সামাজিক অনাচার প্রতিহত করা। সমাজের অপরাধ প্রবণতা হ্রাসকল্পে তাযীরী শাস্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে বিবেচনায় এনে "ইসলামী আইনে তা'যীর" শিরোনামে এর পরিচিতি, প্রামাণিকতা, প্রকারভেদ, যৌক্তিকতা ও দর্শন আলোচনা করে এই প্রবন্ধ প্রণীত হয়েছে।

ইসলামী আইন সমাজের সব শ্রেণির মানুষের জন্য। এ আইনে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে খাদ্য এবং পোশাকের মতো নিরাপদ আবাসন পাবার অধিকার। সঠিক ব্যবস্থাপনার ঘাটতির জন্য অনেক সময় গৃহ থেকেই শুরু হয় অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, অপরাধ, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার মত নানান অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড। তাই মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্য গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা প্রদান করেছে। জীবনযাত্রার পরিমাণগত ও গুণগত মানের সন্নিবেশ ঘটিয়ে প্রচলিত পন্থায় কিভাবে নমনীয় গৃহ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা যায় ইসলাম সেশিক্ষা তুলে ধরেছে। এ গুরুত্বকে বিবেচনায় এনে বাংলাদেশের সমাজবদ্ধ মানুষের বাস্তব জীবনে গৃহ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী দিকনির্দেশনা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে "গৃহ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী দিকনির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে।

আশা করি ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৬৮ তম সংখ্যায় প্রকাশিত ইসলামী আইনের উপযোগিতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক